আজকের কাগজ

তারিখ ... 26 JAN 1994 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

36

'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাকিস্তানী ভূত'

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে একটি অভিযোগ সর্বদাই উচ্চারিত হয়ে আসছে যে, সরকারী মদদে একটি বিশেষ মহল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালীর কৃষ্টি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগ খন্ডনের জন্য সরকার আজ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ব্যক্ত করেনি। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না, যদিও স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে পাকিস্তানী জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। এটা অতি পুরানো বিষয়। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সত্তার মূল্যায়ন স্বীকৃতি ও বিকাশের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' পালনের এক ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ টিএনওদের নেতৃত্বে থানা পর্যায়ে এবং জেলা প্রশাসকগণের তত্ত্বাবধানে জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বে জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতাও সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পর আগামী ২৫-০১-৯৪ইং তারিখে জাতীয় ভিত্তিতে ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে বিগত ১২-১-৯৪ইং তারিখে লালমনিরহাট জেলা সদরে নির্ধারিত বিষয় সমূহের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৩-১-৯৪ইং তারিখে স্থানীয় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা সম্মেলন /৯৪ ইং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যে দেশাত্ববোধক, রবীন্দ্র নজরুল ও লোক সংগীত আধুনিক ও লোকনৃত্য তাৎক্ষণিক অভিনয়, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সদর থানা ও জেলা পর্যায়ের অত্র জেলার মাধ্যমিক ছাত্র/ছাত্রী বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলীর রায় অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

কৃতকার্য কোমলমতি ছেলেমেয়েদের হাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলো পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। যেমন, লোকনৃত্য বিজয়ী শিল্পী রাণী চৌধুরী (১৩)কে সাহিত্য সাধনায় মুসলমান লেখক ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আধুনিক নৃত্যে শাপলা রাণী পাল (১২)কে জিহাদের ময়দানে হযরত মোহাম্মদ, অভিনয়ে বাপ্পা ভৌমিক (১২)কে শাশ্বত নবী এমনকি রবীন্দ্র সংগীতে শ্রেষ্ঠ বিজয়ীকেসহ সকল বিজয়ীদেরকে একই ধরনের বই পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এ ঘটনা এ বছরই প্রথম ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ কি ১২/১৪ বছরের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ইসলামী জিহাদী জোশ আনার প্রচেষ্টায়হীন চক্রান্তে মগ্ন ছিলেন? দেশে কি কবি নজরুল, জসিম উদ্দিন, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমানও নিষিদ্ধ?

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে জেলা শিক্ষা অফিসারসহ শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন কমিটি /৯৪-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ক্রয় করলেন কেন? উত্তর হয়তো অধিক হারে কমিশন প্রাপ্তি। কারণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক সফলতা নেই। অথবা জেলা শিক্ষা অফিসার তার ব্যক্তিগত মৌলবাদী চিন্তার ফসল হিসেবে এ কর্ম করেছেন। প্রশ্ন জাগে শিক্ষা দপ্তরের কোন অদৃশ্য অলিখিত সংকেতে জেলার যোগ্য শিক্ষা অফিসার ও কর্মকর্তাবৃন্দ ইসলামী করণের দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করেছেন। অতএব অপ্রিয় হলেও সত্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাকিস্তানী ভূত লালিত হচ্ছে।

শ্রী সপেন্দ্র নাথ দত্ত
থানাপাড়া, লালমনিরহাট।